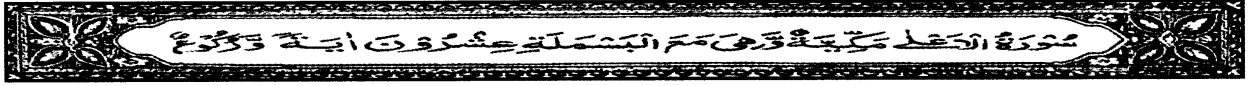


## সূরা আল্ আ'লা-৮৭ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রায় সকল তফসীরকার এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। নলডিকি এবং মুইরও এ ব্যাপারে একমত। নলডিকির মতে ৭৮নং সূরার পরে পরেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলিম তফসীরকারগণ সময়-ক্রমের দিক থেকে একে কুরআনের অষ্টম সূরা বলে মনে করেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বলা হয়েছে, কুরআন ঐশী বিধান বা শরীয়তের সর্বোত্তম ও সম্পূর্ণতম রূপ, যা পুরোপুরিভাবে মানুষের সর্ব প্রকারের প্রয়োজন মিটাতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তাই এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিলকরণ অসম্ভব। এটা অবিকল রয়েছে এবং চিরকাল অবিকলই থাকবে। কুরআনও এ দাবী করেছে। এ দাবীর প্রেক্ষিতে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং তা হলো, কুরআন যখন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান তখন পূর্ববর্তী অনেক সূরাতে যে একজন নতুন সংস্কারকের আগমন-বার্তা রয়েছে, এর উদ্দেশ্য কী? আলোচ্য সূরাটিতে এ প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির উত্তর দেয়া হয়েছে। সূরা আত্ তারেক-এ বলা হয়েছিল, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন উত্থান ও পতনের চক্রে বাঁধা, একবার তা সমুন্নত হয়, তারপরে আবার তা অধঃপতিত হয়। এ ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সম-গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রশ্নও মনে উদ্ভূত হয় এবং তা হলো, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায়, মানুষের উন্নতি এ জীবন-বিধানের বদৌলতে অব্যাহতভাবে সমুন্নত থাকবে এবং অধঃপতনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকবে। এমতাবস্থায় বিশ্বের সূচনালগ্নেই কেন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দেয়া হলো না? হযরত নবী করীম (সাঃ) এর আগমন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো কেন? আলোচ্য সূরাতে এ প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার আরো একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সে সূরাটিতে বলা হয়েছিল, মানুষের জন্ম হয় এমন একটি তরল বস্তু থেকে যা তার পিতার পিঠ ও পাঁজরের মাঝ থেকে নির্গত হয়ে, মাতৃজঠরে লালিত হতে হতে ক্রমে পরিণত হয়। এটা এ কথার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মানুষের শারীরিক গঠন ও উন্নতি ক্রম-বিকাশের ধারায় হয়ে থাকে। তাই আমাদেরকে বলা হয়েছে, শারীরিক উন্নতির মত আধ্যাত্মিক উন্নতিও ক্রম-বিকাশের ধারায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।

জুমু'আর নামাযে ও দু ঈদের নামাযে নবী করীম (সাঃ) এ সূরা ও পরবর্তী সূরাটি পাঠ করতেন।



## সূরা আল্ আ'লা-৮৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। \*তুমি তোমার মহান ও সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ②

৩। \*যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেছেন (এবং) এরপর তাকে সুগঠিত করেছেন

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ③

৪। \*এবং যিনি (তার শক্তিসামর্থ্য) নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এরপর (তাকে যথাযথ) হেদায়াত দিয়েছেন

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ④

৫। এবং যিনি (জীবনের সুরক্ষার জন্য) তৃণলতা উৎপন্ন করেছেন\*

وَالَّذِي آخَرَجَ الْمَرْعَى ⑤

৬। (এবং) এরপর যিনি একে (অকৃতজ্ঞদের জন্য) কালো আবর্জনায় পরিণত করে দেন

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَخْوَى ⑥

৭। অবশ্যই আমরা তোমাকে (এ কুরআন) শিখাবো। এর ফলে তুমি ভুলবে না

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ⑦

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৫ঃ৭৫; ৬ঃ৫৩ গ.৮ঃ২৮; ৯ঃ৮ ঘ. ৮০ঃ২০ ঙ. ১৮ঃ৪৬; ৫৭ঃ২১।

৩৩২০। আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম 'রব্ব' (প্রভু-প্রতিপালক, যিনি স্বীয় সৃষ্ট বস্তুকে লালন-পালন করেন, বাড়ান এবং ক্রমোন্নতি ও পূর্ণতা দান করেন)। এ নামে একটি প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রশ্নটি হলো, মানব সৃষ্টির প্রথমেই কেন পূর্ণ শরীয়ত (জীবন-বিধান) দেয়া হলো না? 'রব্ব' নামটিতে এ কথা নিহিত রয়েছে যে পূর্ণ শরীয়ত তো তখনই অবতীর্ণ হওয়া উচিত যখন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি ও যুক্তি-জ্ঞান ক্রমোন্নয়নের ধারায় উন্নতি করতে করতে পূর্ণতা লাভ করে। এ আয়াত পড়ার পর পাঠককে 'সুবহানা রব্বিআল্ আ'লা' (পবিত্র আমার মহান ও সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালক,) পড়তে হয়।

৩৩২১। মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য-স্থল বহু উর্ধ্বে। সে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে নিজের মধ্যে ঐশী জ্যোতিকে এমনভাবে প্রতিফলিত করতে পারে যে সে তার স্রষ্টার আয়নায় পরিণত হয়ে যায়।

★[এ অর্থের জন্যে মুফরাদাত ইমাম রাগেব দেখুন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অণুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩২২। এ আয়াতে অন্য একটি জরুরী প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। প্রশ্নটি হলোঃ আল্লাহ কেন বারে বারে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে কেবল সে যুগের ও সে জাতির উপযোগী করে অস্থায়ী শরীয়ত প্রেরণ করলেন, এরূপ করার হেতু কী? এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ দু' প্রকারের বস্তু সৃষ্টি করেছেন : (ক) শাক-সবজি ও তৃণজাতীয় বস্তু, যা মানুষের অস্থায়ী প্রয়োজন মিটায়। এগুলো স্বল্পস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়। পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম-বিধানগুলো সমসাময়িক মানুষের প্রয়োজন মিটাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। এগুলো ছিল অস্থায়ী, তাই আয়ুষ্কাল শেষে তৃণের মত শুকিয়ে গেছে, (খ) সকল বস্তু যা চিরস্থায়ীভাবে মানুষের কাজে লাগে, যেমন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদি। যতদিন বিশ্ব-জগত থাকবে ততদিন এগুলোও থাকবে। কুরআনও এ বিশ্ব-জগতেরই মত। বিশ্বের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শকরূপে এটি স্থায়ীভাবে বিরাজ করবে। তাই এটি হস্তক্ষেপমুক্ত ও অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এরূপই থাকবে। সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাব এর স্থায়িত্বের ও অকৃত্রিমতার ক্ষেত্রে কোন প্রভাবই ফেলতে পারবে না।

৩৩২৩। মহানবী (সাঃ)ও মানুষ ছিলেন। তাই ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। বস্তুত পার্থিব কোন কোন বিষয় হয়তো তাঁর মনে থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অমোঘ প্রজ্ঞা এমনই ব্যবস্থা করেছিল, মহানবী (সাঃ) নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও এবং সময় সময় সুদীর্ঘ সূরা একাধারে সামগ্রিকভাবে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তা তাঁর পবিত্র হৃদয়ে গভীরভাবে খোদাই হয়ে যেত, তা আবৃত্তি করতে কোনকালেই তাকে ভুল করতে বা ইতস্তত করতে দেখা যায়নি। অতি আশ্চর্যের ব্যাপার বাকারা, আলে ইমরান, নিসা ইত্যাদির মত দীর্ঘ

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮। কেবল তা ছাড়া যা আল্লাহ্ চাইবেন<sup>৩০২৪</sup>। নিশ্চয় \*তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং যা গোপন আছে তাও (জানেন)\*।

لَا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۝

৯। \*আর আমরা তোমার জন্য সব সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য করে দিব<sup>৩০২৫</sup>।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ۝

১০। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক। উপদেশ অবশ্যই কল্যাণজনক হয়ে থাকে।

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۝

১১। \*যে (আল্লাহ্কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে।

سَيَذَكِّرُكَ مَنْ يَخْشَى ۝

১২। আর নিতান্ত হতভাগ্য (ব্যক্তিই) একে এড়িয়ে চলবে।

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝

১৩। সে বিশালকায় \*আগুনে ঢুকবে।

الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۝

১৪। \*তখন সে তাতে মরবে না এবং বাঁচবেও না।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَى ۝

১৫। নিশ্চয় সে-ই \*সফল হয়েছে, যে পবিত্র হয়েছে

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

১৬। এবং নিজ প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে ও নামায পড়েছে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

১৭। \*প্রকৃতপক্ষে তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

১৮। \*অথচ পরকালই উত্তম ও চিরস্থায়ী।

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

দেখুন : ক. ২৪ ৩৪; ২০ঃ৮; ২১ঃ১১১; ২৪ঃ৩০ খ. ৯২ঃ৮ গ. ৫১ঃ৫৬ ঘ. ৮৮ঃ৫ ঙ. ১৪ঃ১৮; ২০ঃ৭৫ চ. ৯১ঃ১০ ছ. ৭৫ঃ২১ জ. ৯৩ঃ৫।

সূরাগুলো খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এবং একাংশ অবতীর্ণ হওয়ার দীর্ঘ সময় পরে অপরাংশ অবতীর্ণ হলেও এগুলো সঠিক স্থানে সংযোজন করতে তাঁর মূহূর্ত মাত্র সময় লাগতো না। এটা এমনই এক জাজ্বল্যমান সত্য যে কুরআনের শত্রু-শিবিরের সমালোচকেরাও এ কথা নির্দিধায় স্বীকার করেছেন।

৩৩২৪। ★[৭ ও ৮ আয়াতে ভুলে যাবার যে কথা বলা হয়েছে এতে নাউযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা:) এর কুরআন ভুলে যাবার কথা বুঝানো হয়নি। বরং এ আয়াতে নামায পড়ানোর সময় কখনো কখনো ইমামের ভুল হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নামাযে কোন ভুল করলে পেছনে দাঁড়ানো নামাযীদের পক্ষ থেকে তা শুধরে দেয়ার বিধান রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩২৫। এ আয়াতের তাৎপর্য : (ক) কুরআন মুখস্থ (হিফয) করা সহজ, (খ) কুরআনের শিক্ষায় এমনি স্বকীয়তা এবং সাবলীলতা বা খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতা রয়েছে যে বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থাবলীতেও তা কার্যকারিতা হারায় না, এমন কি বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মেয়াজের লোকের সঠিক প্রয়োজনের সাথে এটা নিজেকে যথোপযুক্ত প্রতিপন্ন করতে পারে, (গ) কুরআনের আদেশ-নিষেধগুলো নিরর্থক ও অযৌক্তিক নয়, বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত। এসব গুণাবলী কুরআনকে সহজে শিখতে, সহজে কাজে লাগাতে ও ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত করতে মানুষকে সাহায্য করে। অন্যান্য উপাদানসহ উপর্যুক্ত উপাদানগুলো কুরআনের পাঠ (Text) ও অর্থকে চিরদিনের জন্য অবিকৃত ও সুসংরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে আসছে। আল্লাহ্ তাআলাই সে ব্যবস্থা করেছেন।

১৯। নিশ্চয় এ কথা পূর্ববর্তী ঐশী পুস্তকাবলীতেও (লিপিবদ্ধ) রয়েছে,

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

১২  
[২০] ২০। (অর্থাৎ) ইব্রাহীম ও মূসার ঐশী পুস্তকাবলীতে<sup>৩৩২৬</sup>।

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

৩৩২৬। যেহেতু সকল ধর্মে মৌলিক নীতিমালাতে একটা ঐক্য রয়েছে, তাই পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রদত্ত শিক্ষাগুলো মূসা (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর কিতাবেও পাওয়া যায়। এ আয়াতটির আরো একটি অর্থ হতে পারেঃ একজন বিশ্বনবী আবির্ভূত হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য একটি পরিপূর্ণ, স্থায়ী এবং শেষ ঐশী-বিধান প্রদান করবেন বলে পূর্ববর্তী নবীগণের, যথাঃ মূসা (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ) এর ধর্মীয় কিতাবগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮-১৯ এবং ৩৩ঃ২)।